তারিখ ... 10 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ......

সমকাল

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ

■ সাব্বির নেওয়াজ

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জোরালো অভিযোগের পর আসন্ন দুটি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সময় পার করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ১ নভেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 'জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট' ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের 'জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট' (জেডিসি) পরীক্ষা। একাধিক গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া তথ্যের কারণে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে বলে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে। তবে এরই মধ্যে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিধানে বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমানে এ দুটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ছাপা হচ্ছে সরকারি মুদ্রণালয়ে (বিজি প্রেস)। এ জন্য বিজি প্রেস এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। মুদ্রণ শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গতিবিধি নজরদারি করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রশ্নপত্র পরিবহন ও ট্রেজারিতে সংরক্ষণের সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে জেলা প্রশাসকদের চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

নির্ধারিত সূচি অনুসারে, ১ নভেম্বর এই দুটি পরীক্ষা শুরু হয়ে ১৮ নভেম্বর শেষ হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু হবে। গত সোমবার চূড়ান্ত রুটিন প্রকাশ করা হয়। ২০১৫ সালের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় প্রায় ২০ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নেবে।

এ দুটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ নেই। ঠিক উদ্বেগ নয়, তবে সতর্কতামূলক কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে কেউ অনৈতিক পথে পা বাড়ালে তিনি অবশ্যই আইনের হাতে ধরা পড়বেন। তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, গত বছর প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি ও এসএসসির কয়েকটি বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। এতে সরকারকে বিব্রত হতে হয়েছে। চলতি বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

তুলে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এখনও বিক্ষোভ করছে। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরকারি মুদ্রণালয় বা বিজি প্রেসের মহাপরিচালককেও পত্র দিয়েছে।

অবশ্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা সমকালকে জানিয়েছেন, তাদের পক্ষ থেকে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বিধানে ব্যবস্থা নেওয়ার বা পরামর্শ দেওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএস মাহমুদ দাবি করেন, এটা তাদের 'রুটিন ওয়ার্ক'। আর আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বকর ছিদ্দিক সমকালকে বলেন, প্রশ্নপত্র পরিবহনে যাতে বিঘ্ন না হয় বা কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য ব্যবস্থা নিতে তারা সরকারকে অনুরোধ করেছেন।

জানা গেছে, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড থেকে অনুরোধের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা দিতে চিঠি দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বিজি প্রেসের নিরাপত্তা বাড়ানোসহ নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিজি প্রেসের পুরো এলাকাকে ক্লোজসার্কিট ক্যামেরার আওতায় এনে একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন অফিস শেষে ন্যূনতম প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদার বিজি প্রেসের কোনো কর্মকর্তার উপস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ কক্ষগুলো সিলগালা করা বা খোলা, গোপনীয় শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানাসহ নামের তালিকা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার অফিসে সংরক্ষণ, তাদের ব্যাপারে তদন্ত সাপেক্ষে গোপনীয় শাখার কাজের অনুমতি দেওয়া এবং মুদ্রণ-সংক্রান্ত কাজ চলাকালে মুদ্রণ শাখার সব গেট বন্ধ রেখে গেট বা পোস্টে রেজিস্টার সংরক্ষণ করে সেখানে সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছে। এক গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়, বিজি প্রেসে কর্মরত আছেন এক হাজার ২০১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। তাদের বাসা ও আত্মীয়-স্বজনের ওপরও নজরদারি অব্যাহত আছে।